তারিখ ..14. JUN. 2016......
পৃষ্ঠা ...২.৬.. কলাম...২... ......

যুগান্তর

পঞ্চগড়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার সরদারপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। দুটি পদে ৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ফলাফল দেয়া হয়েছে। প্রায় ১৯ লাখ টাকার বিনিময়ে লোকদেখানো পরীক্ষার মাধ্যমে এ নিয়োগ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়েছে। এ নিয়োগ বাণিজ্যে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ বর্মণের সঙ্গে নিয়োগ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশ রয়েছে। অভিযোগে জানা গেছে, জেলার আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের সরদারপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। রোববার দুপুরে পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক পদে ৫ জন এবং সহকারী শিক্ষক পদে ৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়োজিত ডিজি'র প্রতিনিধি পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেখা রানী দেবীকে ম্যানেজ করে তড়িঘড়ি করে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষা শেষে মাত্র ১০ মিনিটের মাথায় পছন্দের দুই প্রার্থী প্রধান শিক্ষক পদে মো. তহিদুল ইসলাম ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে মো. হাসিবুল ইসলাম উত্তীর্ণ হন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ বর্মণ যোগসাজশ করে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের কাছ থেকে আগাম ১৯ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক পদের পরীক্ষার্থী সরদারপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কাশেম ও বড়দাপ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ফজলুল করিম এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের পরীক্ষার্থী তড়িয়া আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. উসমান গণি জানান, আমরা আগে থেকেই জানি আমাদের চাকরি হবে না। পরীক্ষা দিয়েও কোনো লাভ নেই। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল শুধু লোকদেখানো। সরদারপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক বিভিন্ন কৌশলে এ বিষয়টি এড়িয়ে যান। তবে এ বিষয়ে নিউজ না করার জন্য অনুরোধ করেন।